চুয়াডাঙ্গায় অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতাকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

চুয়াডাঙ্গায় একটি আগ্নেয়াস্ত্রের অংশবিশেষ ও ১৮টি দেশীয় অস্ত্রসহ ছাত্রদল নেতা নাজমুল আরেফিন কিরণ (৩৪) কে আটক করেছে সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) ভোরে অভিযান চালিয়ে পৌর এলাকার গুলশানপাড়ার বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক নাজমুল আরেফিন কিরণ শহরের গুলশানপাড়ার মৃত জিন্নাত আলীর ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোরে নাজমুল আরেফিন কিরণের গুলশানপাড়ার বাড়িতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে তার বাড়ির বিভিন্ন স্থান থেকে একটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের অংশবিশেষ, ১৮টি দেশীয় অস্ত্র যার মধ্যে রয়েছে ৩টি চাপাতি, ৬টি বড় ছুরি, ৩টি রামদা, ৬টি তরবারি, এছাড়াও একটি ল্যাপটপ ও একটি মোবাইলফোন উদ্ধার করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা বলেন, “জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আরেফিন কিরণকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে আটক করা হয়েছে বলে শুনেছি।”

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান, সেনাবাহিনী আটক নাজমুল আরেফিনকে সদর থানায় হস্তান্তর করেছে। এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে সেনা অভিযানে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের রাধাকান্তপুর গ্রামে সেনা অভিযানে একটি ভারতীয় ওয়ান শুটারগান, ৫২ রাউন্ড গুলি ও ১২ রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৫ মে) দিবাগত রাত ১টার দিকে মেহেরপুর সেনাবাহিনীর একটি টহল দল এ অভিযান চালায়।

সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে—রাধাকান্তপুর গ্রামের কবরস্থানে একটি ডাকাতদল নাশকতা ও ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে। খবর পাওয়ার পর মেজর ফজলে রাব্বির নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা দ্রুত সেখানে পৌঁছায়।

সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল তল্লাশি করে ১টি ভারতীয় ওয়ান শুটার পিস্তল, ৩৩ রাউন্ড ০.২২ মিমি গুলি, ৭ রাউন্ড ১২ গেজ গুলি এবং ১৮টি ব্যবহৃত ১২ গেজ গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে আটক-৩ চাঁদাবাজ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সদস্যরা মেহেরপুর কোর্ট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ০৩ চাঁদাবাজকে আটক করেন।

আটককৃত ০৩ চাঁদাবাজ হলেন – মীর জনি ও মীর মিলন, পিতা-আমিনুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর শহরের ০৮ নম্বর ওয়ার্ড ভূমি অফিস পাড়া। ফখরুল ইসলাম, পিতা-আব্দুর রশিদ, ঘোষপাড়া ০১ নম্বর ওয়ার্ড, মেহেরপুর পৌরসভা। আটককৃত ০৩ চাঁদাবাজকে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আসামীদেরকে মেহেরপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আরো জানা গেছে যে, আটককৃত ০৩ চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। ০১টি চাঁদাবাজি মামলা ও ০৩টি মাদক সংক্রান্ত মামলা রয়েছে মীর জনির বিরুদ্ধে, ০৪টি চাঁদাবাজির মামলা ও ০১টি মাদক সংক্রান্ত মামলা রয়েছে ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এবং ০৩টি মাদক সংক্রান্ত মামলা, ০৫টি চাঁদাবাজির মামলা ও ০১টি নারী নির্যাতন মামলা রয়েছে মীর মিলনের বিরুদ্ধে।

মেহেরপুর পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে তাদের চাঁদাবাজিতে মেহেরপুর পৌরবাসী অতিষ্ঠ। মানুষের সাথে জোরপূর্বক টাকা আদায় করে বলে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিদেশী পিস্তলসহ ৩ জন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে ইটালি তৈরী একটি অত্যাধুনিক ম্যাগজিন ও পিস্তলসহ ৩ জনকে আটক করেছে মেহেরপুর অবস্থানরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি টিম।

আজ বুধবার (২৩ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ায় জনৈক বাবলুর বাড়ি পাশ থেকে পিস্তলটি উদ্ধার করা হয়।
আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে আওয়ামীলীগ সমর্থক কাঠমিস্ত্রি সাইফুল ইসলাম(৩২), দারিয়াপুর গ্রামের কাওসার আলীর ছেলে পেশাদার চোর এনামুল হক (৩৫) এবং একই

গ্রামের মিন্টু আলীর ছেলে বিএনপি সমর্থক সাইফুল ইসলাম (৩২)।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের মেজর জাহিনের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ এই তিনজনকে আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, দারিয়াপুর গ্রামের আটক এনামুল হকের বিরুদ্ধে চুরিসহ বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। সে এর আগেও এলাকায় কয়েকটি দোকানে চুরি করে ধরা পড়েছিল। এনিয়ে তার বিরুদ্ধে একাধিকবার শালিস বৈঠক ও জরিমানা করা হয়েছে।

মেহেরপুর সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গেলোরাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের মেজর জাহিনের নেতৃত্বে একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার জতারপুর গ্রামের সাইফুল ইসলাম, একই উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের এনামুল হক ও অপর সাইফুল ইসলামকে আটক করে। তাদের আটকের জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে অস্ত্রের কথা স্বীকার করেন। তাদের দেওয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ী শহরের স্টেডিয়ামপাড়া এলাকার ঝটকার ছেলে বাবলুর বাড়ির পাশ থেকে ইটালি তৈরি ম্যাগাজিনসহ একটি অত্যাধুনিক পিস্তল উদ্ধার করেন।

এঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দামুড়হুদা পেট্রোল পাম্পে পাওনাদারদের অবস্থান; সেনাবাহিনী ও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত

দামুড়হুদায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ ২ বছরেরও বেশী সময়ের সমস্যা নিরসন করা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ পেয়ে আজ

শুক্রবার দুপুর ৩টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির এর মধ্যস্থতাই সমস্যার সমাধান হয়।

জানাগেছে, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমী পাড়ার আনসার আলীর ছেলে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শরিফুল আলম, আব্দুল মান্নান এর ছেলে মোঃ সেলিম উদ্দিন, আবুল হোসেন এর ছেলে মোঃ মজিবর রহমান এবং ঝিনাইদাহ জেলার শৈলকূপা থানা অন্তর্গত সমিরুদ্দিন বিশ্বাস এর ছেলে মোঃ আব্দুল খালেক দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী মোঃ শাহজাহান আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এই মর্মে যে, দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনটি শরিফুল আলম লিজ নেয়। কিন্তু শরিফুল আলম এ ব্যবসা না বোঝার কারনে শাহজাহান বলে আমি ব্যবসা করে দিচ্ছি, তোমরা মুলধন দিয়ে ব্যবসা চালু করে দাও। সে মোতাবেক ভুক্তভোগী চারজনের কাছ থেকে বিভিন্ন কৌশলে পাম্প মালিক শাহজাহান প্রায় দেড় কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। প্রাপ্ত টাকার পরিমান শরিফুল আলম ৬০ লক্ষ, আব্দুল খালেক ২৯ লক্ষ, সেলিম উদ্দিন দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনের জমির অর্ধেক অংশের মালিক, মজিবর রহমান ৪৫ লক্ষ। এতো টাকা ইনভেস্ট করে ব্যবসা ভালোই চলে কিন্তু শাহজাহান ব্যবসার কোন লভ্যাংশ কাউকে দেয়না। এক শাহজাহান এর কারনে চার জনই আর্থিক সমস্যায় পড়েন। এক পর্যায়ে পাওনাদাররা টাকা ফেরত চাইলে শাহজাহান বিভিন্ন ভাবে ঘোরাতে থাকে।

পাওনাদার তাদের টাকা দেয়ার জন্য আজ শুক্রবার সকাল থেকে পাম্পের অবস্থান নেয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আসংখ্যা হতে পারে। এমন সংবাদ পেয়ে সেখানে দামুড়হুদা থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়। পরে উভয় পক্ষের অভিযোগ পর্যালোচনা করে আগামী ৩১ অক্টোবর উল্লেখিত টাকা পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে লিখিত দেয় পাম্প মালিক শাহজাহান। অন্যথায় শাহাজাহান তার দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশন (তেল পাম্প) মোঃ শরিফুল আলম কে দিয়ে দেবে মর্মে অঙ্গিকার করে রেহায় পায়।

সেনাবাহিনীকে ম্যাজিষ্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান

সারা দেশে আগামী ২ মাস নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করবেন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানিয়েছে জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ১৮৯৮ এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমিশন প্রান্ত কর্মকর্তাগণকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হলো।

এতে আরও বলা হয়, ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা ৬৪, ৬৫, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ১৫(২), ১০০, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১২৬, ১২৭, ১২৬, ১৩০, ১৫৩, ১৪২ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

দামুড়হুদাসহ বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর ত্রাণ বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ুলগাছিতে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে সেনাবাহিনী সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ুলগাছি এলাকার হতদরিদ্রদের খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে বিতরণ করা হয়েছে।

যশোর সেনানিবাসের ১৯ ইস্টবেঙ্গল ৫৫ ডিভিশনের ক্যাপ্টেন ইমরানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী সদস্যরা করোনা ভাইরাসের কারনে সংকটময়

মুহূর্তে খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে ত্রাণ ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

এসময় ক্যাপ্টেন ইমরান বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করার জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিত। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সংকটময় মুহূর্তে দেশ ও জনগনের পাশে ছিলো এবং থাকবে।

তিনি আরো জানান, সেনাবাহিনী এ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় করোনা ভাইরাসে কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সেনাবাহিনী বগুড়া ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কমান্ডার লে. কর্নেল ফকরউদ্দিন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মো: ওসমান গনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে এর আগে ক্যাপটেন নাসির উদ্দিন উপস্থিত থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

ক্যাপ্টেন আরমানের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া ও মেহেরপুর পৌর এলাকার অসহায় দিনমজুরদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন। সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সেনা অভিযান অব্যাহত

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, চাঁদবিল, কোলার মোড় সহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তায় অযথা ঘোরাফেরা কারিদের অযথা বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

এ সময় আমঝুপিতে মাস্ক ব্যবহার না করায় এবং অযথা ঘোরাঘুরির কারণে কয়েক জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বগুড়া সেনানিবাসে ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফকরউদ্দিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হাসান, ক্যাপ্টেন আরমান প্রমুখ।

যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে: সেনাপ্রধান

সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বগুড়া সেনানিবাসে আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেছেন, যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বগুড়া

সেনানিবাসে আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

সেনাপ্রধান বলেন, ‘স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও মানুষের আস্থার প্রতীক হিসেবে সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত। শান্তি মিশনে আমাদের সদস্যরা সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছেন।’

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সেনাবাহিনীর প্রধান বলেন, সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের সদস্যরা ‘প্রাণ দেব, মান নয়’ মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত। এই কোরের সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরীণ যেকোনো দুর্যোগময় মুহূর্তে ও জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন।

জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেন, মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে রয়েছে এই কোরের সদস্যদের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আরও যুগোপযোগী ও আধুনিক হয়ে গড়ে উঠবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এর আগে সেনাপ্রধান ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারাসহ আর্মার্ড কোরের অবসরপ্রাপ্ত ও চাকরিরত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য পদবির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
- নিজস্ব প্রতিনিধি